দৈনিক ইনকিলাব

১৫ মার্চ শুরু হচ্ছে বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের প্রথম এসএসসি পরীক্ষা

বরিশাল ব্যুরো ঃ নব প্রতিষ্ঠিত বরিশাল মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের আওতায় সর্বপ্রথম পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আগামী ১৫ মার্চ থেকে। দেশের অন্য পাঁচটি শিক্ষা বোর্ডের সাথে বরিশাল মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের আওতায় এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। ১৯৯৯ সালের ২৭ নভেম্বর থেকে বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের যাত্রা শুরু। সে থেকে নানা চড়াই-উতরাই পেরিয়ে বরিশাল শিক্ষা বোর্ড আজ একটি পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। বোর্ডের চেয়ারম্যান, সচিব, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক থেকে শুরু করে সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আগামী ১৫ মার্চ থেকে বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের আওতায় প্রথমবারের মত এসএসসি পরীক্ষা শুরু হতে যাচ্ছে।

বরিশাল বিভাগের ৬টি জেলায় প্রায় ৫৭ হাজার পরীক্ষার্থী ৫৬টি কেন্দ্রে এ বছর এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে। সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা গ্রহণের জন্য বোর্ড কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে ৪০টি পরিদর্শক দল গঠন করা হয়েছে। পরীক্ষায় নকল প্রতিরোধে ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করেছে বোর্ড কর্তৃপক্ষ। বোর্ড নিয়োজিত পরিদর্শক দল ছাড়াও সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন থেকেও একাধিক পরিদর্শক দল নকল প্রতিরোধে কাজ করবে।

বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের আওতায় অনুষ্ঠেয় প্রথমবারের মত কোন পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠানে কর্তৃপক্ষও যথেষ্ট সজাগ বলে জানা গেছে। তবে বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের প্রয়োজনীয় জনবলের অভাবসহ নানা প্রতিবন্ধকতায় এখনো যথেষ্ট সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। শিক্ষা বোর্ডটির অনুমোদিত ১০৬টি পদের মধ্যে এ পর্যন্ত ৬০টি পদে কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ করা সম্ভব হয়েছে। শহরের নবগ্রাম রোডে একটি ভাড়া বাড়ীতে বোর্ডের কার্যক্রম চলছে। বর্তমান অবস্থানে বোর্ডের কার্যক্রমে আগের তুলনায় যথেষ্ট গতি এলেও শুরুতে বিভাগীয় কমিশনারের ছেড়ে দেয়া বাড়ীটি বোর্ড কর্তৃপক্ষকে বরাদ্দ দেয়া হবে– আশ্বাস পাওয়ায় তার পেছনেই অনেক সময় অপব্যয় হয়েছে। কিন্তু সে বাড়ীটি আর পাওয়া যায়নি। ফলে বোর্ডের মূল কার্যক্রম শুরুতে প্রায় এক বছর বিলম্ব হয়েছে।

বরিশালসহ গোটা দক্ষিণাঞ্চলের জনগণের দীর্ঘদিনের দাবী ছিল এখানে একটি শিক্ষা বোর্ড স্থাপনের। ইতিপূর্বে যশোর শিক্ষা বোর্ডের আওতায় এ অঞ্চলের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হত। এর ফলে দক্ষিণাঞ্চলের শিক্ষক-ছাত্র ও অভিভাবকবৃন্দের দুর্ভোগের অন্ত ছিল না। বিভিন্ন সময়ে দক্ষিণাঞ্চলের জনগণ বরিশালে একটি শিক্ষা বোর্ড স্থাপনের দাবী জানিয়ে আসছিল। কিন্তু এজন্য বিভিন্ন সময়ে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলেও তা বাস্তবতার মুখ দেখেনি।

এরশাদ সরকার আমলে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী কাজী জাফর আহমদ বহুবার ওয়াদা করেছিলেন বরিশালে শিক্ষা বোর্ড স্থাপনের, কিন্তু তা বাস্তবায়িত হয়নি। বিএনপি সরকার আমলেও এ ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও কিছুদূর এগিয়ে সে কার্যক্রমও মুখ থুবড়ে পড়ে। এমনকি এ লক্ষ্যে বরিশাল বিএম কলেজের তৎকালীন প্রিন্সিপাল মোঃ হানিফকে যশোর শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান করা হয়। যাতে তিনি এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় দাফতরিক কাজ শুরু করেন। কিন্তু তিনি ওই পদে যোগদানই করেননি। পরবর্তীতে বর্তমান সরকার আমলে সিলেটে শিক্ষা বোর্ড স্থাপনে সরকারী সিদ্ধান্তের মুখে বরিশালে ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয়। যার পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে বরিশালে শিক্ষা বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে। বরিশাল শিক্ষা বোর্ড দক্ষিণাঞ্চলবাসীর দীর্ঘদিনের স্বপ্নের সফল বাস্তবায়ন। চীফ হুইপ আবুল হাসানাত আবদুল্লাহর অবদানও এক্ষেত্রে স্মরণীয়।